নির্ব্বাসিতাসীতা

খণ্ডকাব্য।

শ্রীহরিশ্চন্দ্র মিত্র প্রণীত।

"সা মুক্তকণ্ঠং ব্যসনাতিভারাৎ
চক্রন্দ বিগ্না কুররীব ভূয়ঃ ॥"

রঘুবংশ।

ঢাকা-বাঙ্গলা যন্ত্র।

প্রথম সংস্করণ।

প্রিন্টার শ্রীলছমন বসাক।

১২৮১ সন ১৮ই চৈত্র।

মূল্য ।৶০ ছয় আনা।

মঙ্গলাচরণ।

পূজ্যতমা-

স্নেহস্বরূপিণী-মজ্জননী-

ঠাকুরাণীর

শ্রীকর-কমলে

মদীয়

কুমারী-কন্যা "নির্ব্বাসিতা-সীতা" কে

শ্রদ্ধা-সহকারে

প্রদান করিলাম।

সূচীপত্র ।

নির্ব্বাসিতা-সীতা।

উপক্রমণিকা।

যদি নাহি থাকে সুর, তাল জ্ঞান,
যদিও না থাকে রাগিণী বশে,
তবুও কি কেহ নাহি করে গান,
আপনার ভাবে ভাসিয়ে রসে।

১

সুখের সময়, দুখের সময়
আপনা আপনি বেরয় গান ;
বল করি যদি রোধো সে সময়,
আকুলি বিকুলি করিবে প্রাণ।

২

কুগায়ক-জনে দুখের সময়
কর্কশ কুস্বরে করিলে গান,
দুখ-ভার তার লঘুতর হয়,
শান্তি পায় যেন তাপিত প্রাণ।

৩

রোগের শয্যায় পোড়ে অহর্নিশ,
দুখে তাপে হোয়ে ব্যথিত-প্রাণ,
আত্ম-শান্তি লাগি গাইল 'হরিশ'
কোকিয়ে কাকিয়ে যে নব-গান ;

৪

সেই নির্ব্বাসিতা-সীতার বিলাপ
সম্পূর্ণ-সঙ্গীত গাইয়ে আজি ;
বিদূরিতে নিজ-হৃদয়-সন্তাপ
বড় সাধ করি বসিল সাজি।

৫

কোথা বীণা-পাণি, বরদে, ভারতি !
সংগীতদেবতে ! সদয়া হোয়ে,
বিতর এ দাসে সংগীত-শকতি,
রসনারে সব দেও গো কোয়ে।

৬

তোমার করুণা-বিন্দু লাভ করি
মূকে সুধাস্বরে সঙ্গীত গায়।
এই বলে বল করি কবীশ্বরি,
এ দাসো সঙ্গীত গাইতে চায়। ৭

নির্ব্বাসিতা—দেশ-বহিষ্কৃতা। বিদূরিতে—দূর করিতে।

কবির বদন-বারাণসীপুরে
অন্নপূর্ণা রূপে বোসেছ যবে,
দিতে হবে তবে মনোসাধ পূরে,
কবিত্ব-সুধায় ক্ষুধার্ত্ত সবে।

৮

দয়ার দর্ব্বীতে কবিত্ব-অমিয়ে
ভরিয়ে পরশো এদীনজনে,
অমরতা লভি অই সুধা পিয়ে
এ দুরাশা মাতঃ! বড়ই মনে।

৯

শিশুর স্বভাব, জননীর পাশে
মিষ্টরস যদি বারেক পায়;
সেই রস ফিরে পাইবার আশে,
ঘুরে ফিরে মার সমীপে যায়।

১০

যায় বটে, কিন্তু না পায় সাহস,
ফুটে সেই রস চাহিতে মায়;
বালক-বৎসলা-মাতা সেই রস
মন বুঝে তবু দেন গো তায়। ১১

দর্ব্বী—হাতা। পরশো—পরিবেশন কর।

হে মাতঃ ভারতি! বালক-স্বভাবে
আমিও তোমার সমীপে ঘুরি;
দাও গো করুণারস মাতৃভাবে
মন বুঝে মোর মানস পূরি।

১২

ছেলের স্বভাব ভাল লাগে যাহা
জেদ্ করি মায় তাহাই চায়!
যদিও অদেয়, অসম্ভব তাহা
তবু মায় ছলে প্রবোধে তায়।

১৩

কোথায় কবিত্ব?—শৈশব-বান্ধব!
কল্পনার বীণা দাও হে করে;
গাও তো তুলিয়ে সুমধুর রব
মম স্বর সহ সমান স্বরে।

১৪

'নির্ব্বাসিতা-সীতা' বিলাপ সংগীত
মনোসাধে আজ হরিশ গায়;
শুনি শ্রোতা সবে হয়ে এক চিত
দোষো, রোষো, তোষো, যা ইচ্ছা যায়।

১৫

নির্ব্বাসিতা সীতা।

কাব্যারম্ভ।

লক্ষ্মণ দেবর ! কেন ধা(ও)য়া ধায়ি যাও ?
দাঁড়াও—দাঁড়াও, আর একটু দাঁড়াও !
তোমার দাদার কিরে, চাও হে বারেক ফিরে,
মাথা খাও, গোটা দুই কথা শুনে যাও !
দাঁড়াও—দাঁড়াও, আর তিলেক দাঁড়াও !

১

সঙ্গে যাব বোলে যদি অন্তরে ডরাও !
এসো না নিকটে, নয় দূরেই দাঁড়াও !
নাথের উদ্দেশে যাহা, বোলে দেই তুমি তাহা,
বোলো তাঁরে, দুখিনীর এই ভার লও !
না, এখন এ ভার নিতেও ভীত হও ?

২

বোলো নাথে—না, না, নাথ বলিবারে আর
নির্ব্বাসিতা-সীতায় কি আছে অধিকার!
কহিও সে রঘুরাজে, যদিও কানন মাঝে,
বিনা দোষে বর্জ্জিলেন, তবু সীতা তাঁয়,
তপসী হইয়ে সদা ধেয়াবে হিয়ায়!

৩

লোক-অনুরাগ এত প্রিয়ই কি তাঁর?
কিছুই কি প্রিয় নয় জীবন সীতার?
না হয় সীতার প্রাণ, তুচ্ছ সেই যশস্মান,
ভাবুন, কিন্তু হে ধর্ম্ম তুচ্ছ তত নয়,
কণা মাত্র হোলো না কি তাঁর ধর্ম্ম-ভয়?

৪

যাক্ সে কথায় আর নাই প্রয়োজন,
সুখে রোন্ চিরদিন সে প্রজারঞ্জন;
সতত বিভুর কাছে, সীতা এই ভিক্ষে যাচে,
সুখে থাক তুমি, সুখে থাক্ ভগ্না সবে;
দুখিনীর ভাগ্যে যা হবার তাই হবে।

৫

জনমের মত সীতা লইল বিদায়;
কারে কিছু আর সেই বলিতে না চায়!

যাও তুমি অযোধ্যায়, বল গে জ্যেষ্ঠের পায়,
শুভ সমাচার তাঁরে সীতা-নির্ব্বাসন !
সীতা-চিন্তা তাঁহার কর গে সমাপন।

৬

হউক রাঘবদের অযশঃ সংহার ;
হউক সে যশস্বীর মহাত্ম্য বিস্তার ;
প্রেমব্রত উদযাপন, হোক্ হোক্ এইক্ষণ
চির অচেতন-ফল সহিতে সীতার !
নাহি এ জগতে কিছু প্রার্থনার আর ! !

৭

[মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতন।

কিঞ্চিৎ বিলম্বে চেতনাকে লক্ষ্য
করিয়া।

কেন গো চেতনা ! ছুঁলে অভাগীরে !
এ সীতা এখন সে সীতা নাই !
ছিল যে পতির হৃদয়-মন্দিরে
তরুতলে তার এখন ঠাই !

বধিলেন নাথ যাহার জীবন
বিনা দোষে হানি বর্জ্জন-বাণ ;
তুমি কেন আর করিয়ে যতন,
বাঁচাইতে চাও তাহার প্রাণ ?

২

যতন তোমার হবে না সফল,
অকারণ তব এ শ্রম করা ;
বাঁচে কি সে লতা ঢালিলেই জল
যে লতা বজ্রের আগুনে মরা !

৩

অচৈতন্য মম বড় সুখকর,
বড় সুখে ছিনু তাহার কোলে ;
কোন দুখে নাহি দহিত অন্তর,
তুমি তায় কেন বাদিনী হোলে ?

৪

এখন যে দশা ঘটেছে সীতার,
অচেতনে তার স্বরগ-সুখ ;
যতক্ষণ রবে চেতনা তাহার,
ততক্ষণ ভোগ নিরয় দুখ !

নিরয়—নরক।

সঞ্জীবনী-লতা বলি সমাদরে
দিতেন প্রাণেশ হৃদয়ে স্থান,
গেলো সে সুদিন, এখন অন্তরে
বিষবল্লী বলি সীতায় জ্ঞান!

৬

পতি-সোহাগীর কোমল-হৃদয়
চেতনা, তোমার সুখের বাস;
পতিবিয়োগীর চিত্ত-বিষময়,
তাহে সাজে কি গো তোমার বাস?

৭

যাও, যাও ত্বরা করি পরিহার
দুখিনী-সীতার হৃদয় পুরী;
নহিলে তোমার নাহি আর পার,
মরিলে—মরিলে—মরিলে পুড়ি!

৮

যে বিষম-বহ্নি মনোবন মাঝে
দেখ, দেখ, দেখ উঠেছে জ্বোলে!
এখনো এ বাসে বাস কি গো সাজে,
যাও, নয় ভস্ম হোলে গো হোলে। ৯

সঞ্জীবনী-লতা—যে লতা স্পর্শে মৃত ব্যক্তি জীবিত হয়। বিষবল্লী—যে লতা স্পর্শে জীবিত ব্যক্তি মরে।

জনম লভিলে যাহারে জননী,
পণ পূর্ণমাত্র যাহারে তাত,
অপবাদ মাত্র শুনিয়ে অমনি
যারে পরিহার করেন নাথ ;

১০

তুমি কেন তারে এখনো চেতনা !
পরিহার নাহি কর গো বল ?
বাড়াইয়ে দিলে সীতার যন্ত্রণা
তোমার তাহাতে হবে কি ফল ?

১১

আমার হৃদয়-নিলয়ে থাকিলে,
অচিরে পুড়িয়ে হইবে ছাই।
একবারে কি গো একথা ভুলিলে
মরিতে কি ভয় তোমারো নাই !

১২

সীতার হৃদয় সহিতে চেতনা,
মোরো না—মোরো না—মোরো না পুড়ে !
পতিসোহাগিনী যে সব অঙ্গনা,
থাক গে তাদের হৃদয় যুড়ে।

১৩

সীতার হৃদয় কর পরিহার
ধর, ধর এই মিনতি ধর !
ছুঁও না ছুঁও না তাহারে গো আর,
জনমের মত পয়ান কর। ১৪

(কিঞ্চিৎকাল রোদনান্তর।)

হায় রে এখনো যে চেতনা
অভাগীরে পরিহার করিয়ে গেল না !
বনে কে সুহৃদ আছে ! দাঁড়াইব কার কাছে ?
দুখিনীর দুখভার করিতে মোচন,
এখানে দুখের দুখী কে হবে এমন ?

১

দুখরাশি করিতে মোচন,
রমণীজাতির একমাত্র পতিধন,
সে পতি দিলেন দুখ ! (বলিতে বিদরে বুক)
রক্ষক ভক্ষক সম করে আচরণ,
ভক্ষক রক্ষক কেন হইবে এখন ?

২

হায় রে স্মরিতে ফাটে বুক !
আজ্ঞা মাত্র যে হয়েছে সহস্রের দুখ,

হায় হায় আজি তার, দুখভার রাখিবার,
অন্বেষিয়ে স্থান নাহি মেলে একটুক!
কি না হয় বিধি যবে হয় রে বিমুখ?

৩

বুঝিনু এখন বিলক্ষণ,
সম্পদ্ কেবল নয় সুখের কারণ;
সম্পদে থাকিলে সুখ, সীতা কেন এত দুখ
পাবে, যাবে কেন দুখে দুখে চিরদিন?
সুখ নহে কখনই ধনের অধীন।

৪

মহাকুলে জনম গ্রহণ,
নয়, নয়, নয়, তাহা সুখের কারণ;
তা যদি সুখের হবে, জনক-দুহিতা তবে
কেন চিরদুখিনী?—যে চন্দ্রবংশজাতা,
কেন দুখে২ তারে দহিবে বিধাতা?

৫

হোলে পতি নানাগুণধর,
প্রিয়-কারী, একপ্রাণ, রাজরাজেশ্বর,
বুঝিবার মাত্র ভুল, রমণীর সুখমূল
তাও নহে—যদি ইহা সুখের কারণ,
তা হোলে সীতার ভাগ্যে কেন নির্ব্বাসন?৬

সম্পদ কি পতি প্রেমভরে,
যেন কোন নারী কভু গর্ব্ব নাহি করে ;
পদ্মপত্রে যথা জল, সেইরূপ সচঞ্চল
রমণীজাতির পতি-প্রেমৈশ্বর্য্য-সুখ ;
নাই—নাই এসবে বিশ্বাস একটুক ।

৭

সব যার স্বামিতে অর্পিত ;
সৌভাগ্যের গর্ব্ব তার হয় কি উচিত ?
স্বামি-প্রেমে স্বর্গ পায়, কোপে রসাতলে যায়
নারীজাতি বিনে বল কোন্ জাতি আর ?
নারীকুল ! মনে ভেবে দেখ একবার । ৮

শুক দম্পতী দর্শনে ।

কি বলিব হায় হায় ! খেদে বুক ফেটে যায় !
এ সময় নাহি কাছে হৃদয়রঞ্জন রে !
নিকটে থাকিলে পরে, দেখাতেম প্রাণেশ্বরে,
পক্ষিজাতি শুক, তার প্রণয় কেমন রে !
গর্ব্ভবতী-সারী বসিয়া কোটরে,
আহারাহরণ কিছুই না করে,
শুক, সারিকার আহারের তরে

কত—কত কষ্টে ফল করি আহরণ,
প্রেমে প্রিয়া চঞ্চুপুটে করিছে অর্পণ।

১

পেয়ে প্রিয় উপহার; মহাহ্লাদ সারিকার,
ফল খায়, ফিরে ফিরে নাথ পানে চায় রে!
সে ভাব হেরিয়ে শুক, মনে পেয়ে মহাসুখ,
মুখে মুখ দিয়ে প্রেম কেমন জানায় রে!
হায় রে স্মরিতে ফেটে যায় বুক।
প্রেমে মুগ্ধ যথা এই সারী শুক,
নাথ সনে তথা নিরমল-সুখ,
সবে মাত্র ছিলাম করিতে আস্বাদন,
পোড়া বিধি তাহাতে করিল বিড়ম্বন।

২

কোন পাখী সারিকায়, আক্রমিতে যদি যায়,
শুক ধেয়ে বেগে তায় করে নিবারণ রে।
ধর্ম্মশীল-স্বামী যাঁরা, প্রাণপণ করি তাঁরা,
এইরূপে করে সদা জায়ারে রক্ষণ রে!
হায়! পশু, পক্ষী জানে যেই রীত,
নাথ মম শিক্ষা করি রাজনীত,
করিলেন কার্য্য তার বিপরীত।

বিনা দোষে গর্ব্ভবতী সতী অঙ্গনারে,
কোন্ প্রাণে বিসর্জ্জন দিলেন কান্তারে !

৩

কোথা নাথ গুণধর ! হেথা আসি দৃষ্টি কর,
পশু, পক্ষী, বনচর স্ব স্ব প্রেয়সীরে হে !
কেমন যতনে রক্ষে, পতি হয়ে পত্নীপক্ষে,
তুমি বা কেমন প্রেম দেখালে আচরে হে !
হায় তোমা সীতে মিছে করে রোষ,
ফলে নাথ, তব নাহি কিছু দোষ !
সকলি সীতার করমের দোষ !
নহে কেন হোয়ে তুমি দয়ার আধার,
দারা প্রতি করিবে নিষ্ঠুর-ব্যবহার !

৪

শুনো ওলো ও সারিকে, শুক প্রেম-সুরসিকে,
গর্ব্ভবতী হোয়ে তুমি গরবে থেকো না লো !
নাথ ভাল বাসে বলি, সোহাগে যেওনা গলি,
পুরুষজাতিতে কিছু বিশ্বাস রেখো না লো !
আমি তোর মত হোলে গর্ব্ভবতী,
কত না আদর বাড়ালেন পতি,
কান্তারে—বনে, বিপিনে।

শেষে ভোগাবারে অশেষ দুর্গতি
ছল করি বর্জ্জিলেন বিপিন মাঝার !
কোথা নাথ, কোথা প্রেম !—সব ফক্কিকার !

বিধাতার প্রতি।

জানি জানি ওহে ও বিধাতা !
বট তুমি দুখ সুখদাতা !
তুমি ভাগ্যে লেখ যাহা, লোকে ভোগ করে তাহা,
বল শুনি সত্য করি ওহে চতুর্ম্মুখ।
লিখিলে সীতার ভাগ্যে কেন সুধু দুখ ?

১

শুনি সবে এই কথা কয়,
ভবে সবে 'সুখদুখময়।'
আজি যেই ভোগে দুখ, কালি সেই ভোগে সুখ,
সীতার কপালে সুধু দুখ কি কারণ
করিলে লিখন বল—হে চতুরানন ?

২

বুঝি এই অভাগী কপালে
ভুলিয়াছ লিখিবার কালে,
ফক্কিকার—ফাকি, ছল।

সত্য, সত্য, সত্য, কই, সীতা 'সুখদুখময়ী'
এই বাক্য লিখিতে হে দ্বিতীয় অক্ষর,
ভুলে না লিখিলে তুমি ওহে বিধিবর!

৩

সুদুখময়ী হে সীতা তাই,
তার আর সুখ মাত্র নাই।
কপালে লিখিতে যেয়ে, বসিলে কপাল খেয়ে,
ভুল করি ভাসাইলে অকূল-সাগরে;
বল দেখি সে এখন কি উপায়ে তরে?

৪

কুবিধি করিলে হোয়ে বিধি,
কে আর করিবে বল বিধি?
ধরি তব দুটী পায়, সীতা এই ভিক্ষে চায়,
সত্য বল—ছাড়িয়ে নিঠুর ব্যবহার,
দুখিনীরে দুখ দিতে কত বাকি আর?

৫

নানারূপে ঘটাইয়ে প্রমাদ,
পদে পদে সাধো তুমি বাদ,
কোথা হই পাটরাণী, কোন দোষ নাহি জানি,
কান্তসহ করিলে হে কাননে প্রেরণ;
কোন্ দোষে দোষী সীতা হইল এমন?

বনবাসে করিয়ে প্রেরণ,
তবু তব শান্ত নয় মন,
কিসে সীতা দুখ পায়, সুধু সেই ভাবনায়,
কত দিন সুনিদ্রার করিয়ে ব্যাঘাত,
শেষে এই যুক্তি কি করিলে লোকনাথ ?

৭

কনক-কুরঙ্গ রূপে ছলে
নেচে২ এসে দৃষ্টিতলে,
চুরি করে মম মন, শেষে ধাও দূর-বন,
কুবুদ্ধি ঘটিল মম—আমি যোড়করে
কহিনু ধরিতে মৃগ প্রিয় প্রাণেশ্বরে।

৮

প্রিয়কারি-জানকীরঞ্জন
লক্ষি মৃগ গেলেন তখন,
ক্রমে হোয়ে অদর্শন, পশিলেন ঘোর বন ;
মায়ামৃগ ডেকে বলে করিয়ে রোদন,
"কোথা রোলি এ দ্বিপদে প্রাণের লক্ষ্মণ ?"

৯

নাথের বিপদ্ মনে ভাবি·
বিচার না করি ভূতভাবী,

লোকনাথ—বিধাতা। লক্ষি—লক্ষ্য করিয়া।
ভূতভাবী—পূর্ব্ব পশ্চাৎ।

অন্বেষিতে প্রাণেশ্বরে প্রাণের দেবরবরে
কত কটু কোয়ে আমি করিনু প্রেরণ,
সে সব স্মরিতে হৃদি বিদরে এখন !

১০

একাকিনী আমারে পাইয়ে,
যোগী বেশ কপটে ধরিয়ে,
কি যাতনা মরি মরি, আমারে লইতে হরি,
দশাননে ছলে বিধি দিলে পাঠাইয়ে.
সে দুর্ম্মতি বলে মোরে লইল হরিয়ে।

১১

গরুড়ের নখরে নাগিনী
কাঁদে যথা, তথা অভাগিনী
দস্যু দশাস্যের করে, কাঁদি কত উচ্চৈঃস্বরে,
তবু সেই নিরদয় হোলো না সদয়,
শিলা কি নয়ন জলে কভু দ্রব হয় ?

১২

অশোকের কানন মাঝারে
রাখে দুষ্ট মোরে কারাগারে !
তথা যত পাই দুখ, কেবল হে চতুর্ম্মুখ,
সে সকল একমাত্র তোমার সে বাদে ;
নহিলে কি পড়ে সীতা এত পরমাদে ? ১৩

তুমি বটে দিলে এত দুখ,
তবু নাথ না হয়ে বিমুখ,
দাসীর উদ্ধার হেতু, সাগরে বাঁধিয়ে সেতু,
সবংশে রাক্ষসাধমে করিয়ে নিধন,
করিলেন মম হৃদি শেল উত্তোলন।

১৫

পাছে লোকে করি অপবাদ
সুখ সাধে ঘটায় প্রমাদ,
হবিঃ সম অগ্নি-মুখে পরীক্ষে দিলাম সুখে
পরীক্ষায় সতীত্ব হইল সপ্রমাণ,
দেবগণ নাথে মোরে করিলেন দান।

১৫

ভরি নানারূপ ঘোর দায়,
সবে আইলাম অযোধ্যায়,
দুদিন না যেতে সুখে, ফিরে অভাগীর বুকে
এমন অশনি বিধি করিলে ক্ষেপণ,
জানকীর যাবে যায় নিশ্চিত জীবন!

১৬

দুদিন না হোতে গৃহে বাস,
ঘটাইলে ফিরে সর্ব্বনাশ!

হবিঃ—ঘৃত। অশনি—বজ্র, কুলিশ।

যে নাথ প্রাণের মত, ভাবিতেন অবিরত
ছলে কলে জন্মাইয়ে তাঁর অবিশ্বাস,
পাঠাইলে জনমের মত বনবাস!

১৭

দিলে দুখ মোরে যা দিবার,
সহে না সহে না প্রাণে আর।
হের দন্তে কুটো লই, চরণ ধরিয়ে কই,
দুখানলে আর মোরে কোরোনা দাহন!
একবারে ভস্ম কর!—এই নিবেদন। ১৯

কিঞ্চিৎ বিলম্বে।

যে সময় বিধি সাধে বাদ,
পদে পদে ঘটে পরমাদ!
চিরহিতকারী যাঁরা, বিপরীত করে তাঁরা
হর্ষে জন্মে বিষম বিষাদ।
চিরদুখ দিতে যারে বিধাতার পণ,
কে পারে তাহার দুখ করিতে মোচন?

১

যে নাথের চরণ-ধূলায়,
পাষাণ মানবী-দেহ পায়,

সামান্য কি দুখ এই, অভাগীর ভাগ্যে সেই,
বাঁধিলেন হৃদয় শিলায়!
ননীত প্রায় ছিল নাথের যে মন,
বজ্র হোতে সুকঠিন হোলো তা এখন!

২

উদার দয়ার সীমা যাঁর,
গুহক চণ্ডালে সুপ্রচার,
সামান্য কি দুখ এই, ধর্ম্মপত্নী প্রতি সেই,
করিলেন নিষাদ ব্যভার!!
বিধি যদি মম ভাগ্যে না লিখিবে দুখ,
তবে কেন হইবেন প্রাণেশ বিমুখ?

৩

নাথের উলটি লয়ে নাম,
রত্নাকর (১) হোলো পূর্ণ কাম,

ব্যভার—ব্যবহার (পদ্য চলিত।) (১) রত্নাকর নামক দস্যু নারদের উপদেশে রাম নামে দীক্ষিত হয়, কিন্তু পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও ঐ নাম উচ্চারণ করিতে না পারায় নারদ তাহাকে 'মরা, শব্দ লওয়ান। রত্নাকর 'মরা, মরা, জপ করিয়া সিদ্ধ হয়। অনন্তর ইনিই বাল্মীকি নামে খ্যাত হন। (রামায়ণ।)

(শুনি মুনিগণ কন)　　হায় হায় এ কেমন
সেই নাম জপি অবিরাম,
তবু অভাগীর প্রতি হোলেন নিদয়,
বিধাতার বাদ বিনা এরূপ কি হয়?

৪

হায় হায়! যেই জলধরে
জল দানে সবে তৃপ্ত করে,
সে জলদ চাতকীরে,　　বঞ্চিত করিলে নীরে,
কেমনে সে পোড়া প্রাণ ধরে?
আছে বটে জলাশয় বিস্তর ভূতলে,
চাতকীর পরাণ কি বাঁচে সেই জলে?

৫

ভাবি যারে সদা মনে প্রাণে
বিনা দোষে সেই বজ্র হানে!
প্রাণ যায় সেই ঘায়, হায় হায়! কি উপায়?
জুড়াইব যেয়ে কোন্ খানে?
যায় প্রাণ তাহে নাই তিল মাত্র দুখ,
দুখ এই, ফাটে২ ফাটে না যে বুক!!

৬

(ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া।)

রে বিধাতা, বার বার তোরে কি কহিব আর,
কেন নারীজাতি তুই করিলি সীতায় রে ?
যদি নারী কোরেছিলি, কেন চন্দ্রবংশে দিলি
জন্ম তার, পেলি তুই, কি ঐশ্বর্য্য তায় রে ?
করিলি জনকসুতা, নহি তাহে দুখযুতা,
রাম হেন পতি তায় কেন মিলাইলি রে !
রামে যদি দিলি পতি ; কেন তবে প্রজাপতি,
সেই পতি প্রীতি-সুখে এ বাদ সাধিলি রে।
কি আর কহিব তোরে ! সুধারস দিয়ে মোরে
ফিরে তায় হলাহল কেন মিশাইলি রে !
তুলে মোরে স্বর্গধাম কি দোষে হইয়ে বাম
দুস্তর-নিরয় মাঝে পুনঃ ডুবাইলি রে !
কমল-অধিক যেই সুকোমল ছিল—সেই
পাষাণ জিনিয়ে হোলো কঠিন এখন রে !
বলিতে বিদরে বুক ! পারিস্ কি চতুর্ম্মুখ
অঘটন ঘটাইতে এমন—এমন রে !
রাজরাজেশ্বরী যেই, ভিকারিণী এবে সেই !
কোথা সে সম্পদ সুখ হায় হায় হায় রে !
জানকী-কুমুদী চন্দ্র কোথা সেই রামচন্দ্র !
কোথা সেই প্রেম, সীতা রহিল কোথায় রে !

(দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া।)

গরল শব্দের অর্থ অমৃত যেমন ;
সংহারক হরের শঙ্কর যথা নাম ;
অমঙ্গল-গ্রহ নাম মঙ্গল রটন ;
বুঝিলাম, সেরূপ নাথের নাম রাম !
ধরি নাথ রাম নাম, অভাগীর ভাগ্যে বাম,
হইলেন, এ রহস্য কব আর কারে !
রাম-চন্দ্র দহে প্রাণ গরলের ধারে।

১

কুসুম-কোরক গর্ভ লতিকারে কেহ
ছিন্ন নাহি করে—রক্ষে হয়ে সযতন ;
গর্ভিণী জায়ারে নাথ করিয়ে সন্দেহ
করিলেন নির্ব্বাসন কুঠারে ছেদন !
কোথা আমি করি সাধ, বন-দরশন-সাধ
যাচিলাম, তাহে লাভ হইল বর্জ্জন !
সাধে সাধিলেন বাদ জন্মের মতন !

২

অযশ শঙ্কায় নাথ ত্যজিয়ে আমারে,
(কলঙ্কের সত্য মিথ্যা না করি বিচার।)
সুযশঃ লভিতে ঘোর দুর্ণাম-পাথারে,

শঙ্কর—মঙ্গল-কর। রাম—রঞ্জক।
কোরক—কলি। কুঠার—কুড়ালী।

ভাসিলেন, নাশিলেন ধর্ম্ম আপনার !
দোষ গুণ না বিচারি, গর্ব্ভবতী নিজ নারী,
নাথ বিনা কে করেছে কোথায় বর্জ্জন ?
যশঃ লোভে করিলেন অযশঃ অর্জ্জন।

৩

প্রাণনাথ অভাগীর সাধে সাধি বাদ,
গার্ব্ভিণী-কামিনীদের জনমের মত,
নাশিলেন পতি-পাশে সাধ চা(ও)য়া সাধ,
মম দশা শুনে কে বা সাধে হবে রত ?
কি বলিব হায় হায় ! এই খেদে প্রাণ যায়,
আপনার দুখে আমি দুখী তত নই,
রমণীজাতির ভাবী ক্ষোভে খিন্ন হই।

৪

মম বর্জ্জনের কথা করি আলোচনা,
পঞ্চমাস গর্ব্ভবতী হোলে নারীগণ,
দুর্ঘটনা ভয়ে সবে রহিবে বিমনা,
হা নাথ ! এ কথা তব হোলো না স্মরণ ?
অভাগীর বিড়ম্বনে, জগতের নারীগণে
বিড়ম্বিলে, দেখ মনে করিয়ে বিচার,
এই কি উচিত হয় যশস্বী রাজার ? ৫

খিন্ন—খেদান্বিত।

হে নাথ! বীরেন্দ্র তুমি ঘোষে সর্ব্বজন,
এ দাসীও জানে ইহা (কথা মিথ্যা নয়।)
নিজের সময় কেন ভীরুর মতন,
বিসর্জ্জিলে বীরত্ব ধীরত্ব সমুদয়?
নিজে হোয়ে সুবিচারী, সত্য মিথ্যা না বিচারি,
কে কোথায় দুর্ণাম করিল কাণে কাণে,
শুনেই বধিলে নারী নির্ব্বাসন-বাণে!

৬

সীতার চরিত্র তব অগোচর নয়,
তুমি জান, জানেন তোমার গুরুজন;
লঙ্কাপুরে যে দুখে সময় করি ক্ষয়,
স্বচক্ষে দেখেছে তাহা পবন-নন্দন;
কি কাজ অন্যের বাক্য, তুমি কিহে হেন সাক্ষ্য
দিতে পার, সত্য করি ধর্ম্মের সদন,
কলঙ্কিতা সীতা তব, হে সীতা-রঞ্জন?

৭

অগ্নিতে পরীক্ষা এই অভাগিনী দিলে,
স্বকর্ণে শুনেছ যাহা কহিল অনল,
জানপদ-বাক্যে তা কি অলীক ভাবিলে?

জানপদ—জনপদ বাসী, প্রজা।

কি বলেছিলেন নাথ, আদিত্তের দল ?
চরিত্রের সাক্ষ্য দিয়ে, ভেবে দেখ কি কহিয়ে
প্রবোধ দিলেন তোমা শ্বশুর আমার,
পিতৃবাক্যে অবিশ্বাস এ কি চমৎকার !

৮

যে পিতায় সত্যে নাথ, করিতে উদ্ধার,
অবাধে করিলে ত্যাগ ধরা, ধন, ধাম,
ভার্য্যার ভাঙিতে ভাগ্য এখন তাঁহার
সত্য-বাক্য, করিলে হে অলীক গণন ?
সদ্‌গুণ যে সব তব, বিগুণ হইল সব,
ধর্ম্মপত্নী প্রতি—যেই অর্দ্ধাঙ্গী গণিত,
কখন্‌ শুনেছে কে বা হেন বিপরীত ? ৯

(সরোদনে পুনর্ব্বার।)

হায় ! আমি সেবি যত্নে রত্নাকর,
আশা মনে পাব অমূল্য-নিধি ;
রতন বদলে পেলেম কঙ্কর,
আশা-বাসা মম ভাঙিল বিধি।

১

আদিত্তেরদল—দেবগণ।

কাম্য ফল পাব এই আশা করি,
গেলেম কলপ-তরুর কাছ,
কোথা ফল লাভ—অনুতাপে মরি
যাচিতে হলো সে এরণ্ড গাছ !

২

কত তপ করি সুধালাভ আশে,
গেল এ অভাগী স্বরগ-ধাম,
হাত বাড়াইতে অগ্নি, চক্র গ্রাসে. (১)
পূর্ণ না হইল সু-চিরকাম !

৩

অনুকূল কভু বাম নাহি হয়,
শুনিয়াছি ইহা সকলে বলে,
অভাগীর ভাগ্যে হলো তা ব্যত্যয়,
অনুকূল বাম করম-ফলে !

৪

দারুণ আতপে জুড়াতে হৃদয়,
ছায়া আশে গেনু তরুর তলে,
ঝঞ্ঝাবাত আসি ভাঙি শাখাচয়,
মাথায় মারিল করমফলে ! ৫

(১) সুরলোকে সুররক্ষিত সুধার উপরিভাগে চক্র এবং চতুর্দ্দিকে অগ্নি বেষ্টন আছে ;

সন্দেহের ঝড় প্রাণেশের মনে,
প্রবাহিত হোলো অযোধ্যা-বাসে,
ছিন্ন ভিন্ন প্রায় সীতা-লতা বনে,
থর থর থর কাঁপিছে ত্রাসে!

৬

কোপ-হুতাশন অযোধ্যাভবনে,
জ্বলিয়ে উঠিল নাথের মনে,
সীতার হৃদয় দহিছে কাননে,
কে জুড়ায় তাহা এ ঘোরবনে!

৭

অপবাদ অহী করিল দংশন,
কোশলে কখন্ নাথের কাণে,
সহিতে নারি সে বিষের জ্বলন,
জানকী এখানে মরিছে প্রাণে!

৮

কোথা প্রাণনাথ! আসি এ সময়,
বারেক দাসীরে দর্শন দেহ!
চরম-সময়ে হেরি পদদ্বয়,
ত্যজিবে বৈদেহী এ পাপদেহ! ৯

অহী—সর্প। বৈদেহী—বিদেহরাজনন্দিনী, সীতা।

হায়! এ কি কই, বিরহের ঘোরে
কোথা সে কোশল কোথা এ বন!
কেন প্রাণনাথ এ কানন ঘোরে,
আসিবে সে অতি দুর্লভধন!
১০
পাপিনী তাপিনী অভাগিনী সীতা,
কি পুণ্যে দর্শন দিবে সে আর।
তপ পুণ্যবল যে নারী রহিতা,
দুরলভ দেব-দর্শন তার!! ১১
(অশ্রুপাত পূর্ব্বক।)
হে নাথ! দেখ হে করি বারেক স্মরণ,
বনবাসে তিনজনে ছিলাম যখন,
কত প্রেম প্রকাশ করিলে সে সময়;
এখন কি দোষে হোলে এরূপ নিদয়?
সেই তুমি, আছে তব সেই মন প্রাণ,
কিছুই এখন তব হয়নি পাষাণ;
কিরূপে হে তবে এই ভীষণ-কান্তারে,
বিসর্জ্জন দিলে চির অধিনী-কান্তারে?
ধার্ম্মিক দয়াল তুমি স্বভাব সরল,
অভাগীর প্রতি কেন সকলি বদল?

ঘোর—আবেশ, মত্ততা। কান্তারে—ভার্য্যারে।

পঞ্চবটী বাস কালে স্নেহ রসে গলি,
একটী করভে আমি কৃতপুত্র বলি;
যতন করিয়ে তারে দিতাম আহার,
হয় কি স্মরণ নাথ একথা তোমার?
প্রিয়াপুত্র বলি তুমি পরমকৌতুকে,
লালিতে পালিতে যত্নে সে করি-শিশুকে।
একদা অদূরে তারে কোন বন্য করী,
আক্রমণ কোরেছিলে ঘোর-নাদ করি,
কৃতপুত্র বিপদ করিতে নিবারণ,
দ্রুত গিয়ে করিলে সে বারণে তাড়ন।
কৃতপুত্রে প্রতি ছিলে সদয় এরূপ,
আত্মজের প্রতি হোলে কি দোষে বিরূপ?
যে পুত্র জন্মিলে তব বংশ রক্ষা হয়,
পুন্নাম নরক-ভয় যে করিবে ক্ষয়;
হেন পুত্রগর্ভা-জায়া করিতে বর্জ্জন,
ব্যথিত কি কিছুমাত্র হইল না মন?
কি কব অধিক—আর কি কব অধিক?
শুনিলে যে সবে দিবে শতাধিক ধিক্।

করভ—হস্তিশিশু।

কপালে করাঘাত পূর্ব্বক।

বুঝিলাম—বুঝিলাম—বুঝিলাম সার,
সময়ে সকলি করে সাধু-ব্যবহার ;
সম্পদে বান্ধব যেই, বিপদ সময় সেই,
অবাধে করিয়ে বসে শত্রু-ব্যবহার,
নহে কেন এত দুঃখ হইবে সীতার ?

১

যে প্রাণেশ উদ্ধারিতে এই অভাগীরে,
কত শ্রমে বাঁধিলেন সেতু সিন্ধু-নীরে,
সেই নাথ এইক্ষণ, বিনা দোষে বিসর্জ্জন
দিলেন কাননে দোষ না করি বিচার,
সুখেসেতু ভাঙিলেন হেলে প্রমদার !

২

হেম-হার হৃদয়েতে করিলে ধারণ,
যে নাথের হোতো তাহা ক্ষোভের কারণ,
অসময় সেই জন, কত গিরি, নদী বন,
ভাবিলেন উভয়ের অন্তরে বাঞ্ছিত,
হায় রে সময়ে ঘটে এত বিপরীত !!

৩

হায়! এক সময়ে যে প্রাণ-প্রিয়জন,
মম গর্ভজের মুখ করিতে লোকন,
করিলেন দেবার্চ্চন, অসময়ে সেই জন,
দিলেন গর্ব্বিণীজায়া বনে বিসর্জ্জন,
সভ্রূণ-ভার্য্যার হত্যা না করি গণন।

৪

তাড়কা রাক্ষসী ছিল পথের কণ্টক,
চিবাইত কত শত মুনির মস্তক,
তাই তারে প্রাণনাথ, করি তীক্ষ্ণশরাঘাত,
পাঠালেন তিলমধ্যে শমন-নিলয়,
গণিলেন মনে তবু নারীহত্যা-ভয়;

৫

সেবিলাম মুনিগণে আমি প্রাণপণে,
তত্ত্বপথ দেখায়েছি কত নারীগণে,
তবে কেন প্রাণনাথ, বিচ্ছেদের বজ্রাঘাত,
করিলেন অকস্মাৎ অভাগীর মাথে,
সময়ের দোষে ইহা ঘটাইল নাথে!

৬

ভ্রূণ—গর্ভস্থ অপত্য।

নাথের অপ্রিয় নাহি সাধি কদাচন,
তুষেছি তাঁহারে সদা করি প্রাণপণ,
প্রাণেশ তুষিতে মোরে কত না বিপদ ঘোরে
পশিলেন পরিহরি প্রাণের মায়ায়,
হায় রে সে প্রিয়ভাব এখন কোথায়!

৭

কড় কড় শব্দে বজ্র করিরে নিস্বন,
পরে শিখরিণী বক্ষ করে বিদারণ,
বিনা দোষে প্রাণনাথ মোরে হেন বজ্রাঘাত
করিলেন পূর্ব্বে কিছু নাহি শুনি স্বর,
শুনিনু বিদীর্ণা হোয়ে পতনের পর!

৮

ধনুর্ম্মুক্ত শর করি স্বন্ স্বন্ স্বর,
পরে নিপতিত হয় লক্ষ্যের উপর,
প্রাণেশ এমন শর অভাগার বক্ষোপর
হানিলেন, শব্দ তার শুনিলাম পরে,
পূর্ব্বে কিছুমাত্র নাহি শুনি ঘুণাক্ষরে! ৯

ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া কান্তের উদ্দেশে।
শ্বশুর ছিলেন মোর বড় সত্যশীল হে,

শিখরী—পর্ব্বত, (স্ত্রীলিঙ্গে শিখরিণী)

সত্যপরায়ণ।

সত্য-পাশে করি বন্দি, সাধিলে কুঅভিসন্ধি
কৈকেয়ী, তোমারে তিনি, পাঠালেন বন হে,
পাঠালেন বন,
চোদ্দ বৎসরের তরে (চিরকাল নয়)
রক্ষিতে আপনা তুমি শক্য সে সময়,

১

পিতার পদ্ধতি পুত্র পালে প্রতিক্ষণ হে,
এই চির-নীত,
হোয়ে পিতৃ ভক্ত পুত্র, ধরি এক মিছে সূত্র
তুমি করিলে হে কার্য্য তার বিপরীত হে—
তার বিপরীত।
সুবোধ তো হও তুমি অবোধ তো নও,
সত্য কি অলীক বলি, বিচারিয়ে কও ?

২

হেন পুত্রে বিনা দোষে দিলে তুমি বন হে,
জন্মের মতন,
গর্ব্ভে বাস আজো যার, আপনাকে রক্ষিবার
শক্তিনাই, জানে না যে দোষ কি কেমন হে—
দোষ কি, কেমন

শক্য—সমর্থ। পদ্ধতি—রীতি।

পিতৃ-বিপরীত রীত এ কি তব নয়?
ভেবে দেখ সীতা সত্য কয় কি না কয়?

৩

এই কি তোমার নাথ, রঘু কুল-ধর্ম্ম হে
সত্য করি কহ!
এই কি হে রাজধর্ম্ম, এই কি স্বামির কর্ম্ম,
ধর্ম্ম-অবতার হয়ে অধর্ম্ম করহ হে,
অধর্ম্ম করহ?
এ অধর্ম্ম ধর্ম্ম কি হে সহিবে প্রাণেশ!
ধর্ম্মের কি মর্ম্মে নাথ, নাই ধর্ম্ম-লেশ?

৪

তুমিই তো বনবাসে দেখেছ বল্লভ হে
আপন নয়নে,
কিরাত পাতিত ফাঁদে, কতগুলি মৃগ বাঁধে,
গর্ভিণী কুরঙ্গী এক ছিল তার সনে হে
ছিল তার সনে,
মাংস বেচিবার তরে নিদয়-শবরে,
সমুদায় মৃগ কাটি খণ্ড খণ্ড করে; ৫

মর্ম্ম—হৃদয়গ্রন্থী। শবর—নিষাদ, কিরাত, ব্যাধ।

গর্ভিণী মৃগীরে সেই বধে না জীবনে হে
বধে না জীবনে,
হেরি তুমি সকৌতুকে, নিষাদে আপন মুখে,
সুধাইলে সবিশেষ মধুরবচনে হে
মধুর বচনে;
কিরাত কহিল ' মৃগী বধা মম বটে,
সগর্ভ বধিলে মোর বহুপাপ ঘটে।

৬

শুনি কত ধন্যবাদ দিলে তুমি তায় হে
দিলে তুমি তায়;
হায় এ কি অনুতাপ! কিরাত ভাবিয়ে পাপ
সগর্ভ কুরঙ্গী বধে মনে ভয় পায় হে
মনে ভয় পায়;
ধর্ম্ম অবতার হোয়ে পেয়ে রাজপদ,
গর্ভবতী সতী নারী হেলে কর বধ!!

৭

আমার কপালে যাহা, হবার হইল হে
হবার হইল,
করমের লেখা যাহা, কে খণ্ডাতে পারে তাহা,
যা ছিল কপালে লেখা তাহাই ঘটিল হে

তাহাই ঘটিল,
এই ভয় হয় পাছে চরমে তোমারে
এসব পাপের ভোগ হয় ভোগিবারে।

৮

একেই তো নারীহত্যা পরমপাতক হে
পরমপাতক ;
তাহে পতিপ্রাণা-সতী, তৃতীয়ে সে গর্ভবতী
এরূপ রমণী ঘাতী, অতি ভয়ানক হে
অতি ভয়ানক !
দোষস্থলী হোলে এরা বধ্য নাহি হয়,
বিনা দোষে বধে ঘোর পাতক সঞ্চয়।

৯

সকলি ঘটিল তব আমার বর্জ্জনে হে
আমার বর্জ্জনে,
এই খেদে কাঁদে প্রাণ, পাবে কি সে পরিত্রাণ,
এ ঘোর পাতকে নাথ ধর্ম্মের সদনে হে
ধর্ম্মের সদনে ?
হে ধর্ম্ম ! করিল নাথ যে পাপ অর্জ্জন
ক্ষমিলাম আমি,—তুমি করিও মার্জ্জন।

১০

তরুতলে উপবেশন করিয়া।

ওহে প্রাণনাথ! দোহে বসিয়ে নির্জ্জনে
ছিলাম একদা নানারস আলাপনে,
সুধালেম প্রেমভরে, "যখন আমায় হরে
লঙ্কাপুরে লয়ে গেল দুষ্ট দশানন,
কি ভাবে তখন কাল করিলে হরণ?"

১

মম জিজ্ঞাসায় নাথ হইয়ে কাতর
সুধা বিনিন্দিত স্বরে করিলে উত্তর,
"কি কহিব প্রাণেশ্বরি! যে দুখে সময় হরি
জানি আমি, জানে মন, জানেন ঈশ্বর,
কথঞ্চিৎ জানে আর লক্ষ্মণ দোসর।

২

পঞ্চবটী বন, আর, লঙ্কেশ-ভবন,
এর মাঝে আছে যত পর্ব্বত কানন,
আর যত গুল্ম, লতা, সবে সে দুখের কথা,
জানে, কিন্তু তাহাদের বাক্‌শক্তি নাই;
তাই তাহাদিগে সাক্ষী মানিতে না চাই।

৩

তোমার বিরহে প্রিয়ে !—তোমার বিরহে
যেরূপ দারুণ দুখে দেহ, মন দহে,
মরি মরি আহা আহা ! এক রসনায় তাহা
বর্ণিতে কি পারি ? হোলে সহস্র রসনা,
নারিতাম তবু সব করিতে বর্ণনা।

৪

ফিরে আসি শূন্যময় হেরিয়ে কুটীর,
একবারে হইলাম উন্মত্ত, অস্থির,
গিরি, গুহা, নদী, বন, পাতি পাতি অন্বেষণ
করিলাম দুই ভাই ভাসি অশ্রুজলে,—
প্রাণ, মন দহে তব বিচ্ছেদ অনলে।

৫

প্রতি জনপ্রাণী প্রতি, প্রতি তরু প্রতি,
প্রতি গিরি, নদী প্রতি করিয়ে বিনতি
সুধায়েছি তব কথা ; হেন স্থান নাই যথা
যাই নাই দুই ভাই, তব অন্বেষণে ;
বিশেষ বলিতে আর নারি বরাননে ! !

৬

তোমার বিরহে মম ছিল না চেতন,
অচেতনে সুধায়েছি ভাবিয়ে চেতন ;
নীরব তাহারা তাই, মম সে চেতন নাই

সে সকলে কত মত করেছি ভৎসন;
পারে নাই সেই ভ্রান্তি ঘুচাতে লক্ষ্মণ।

৭

হেরি সহকার-ডালে লতারে দুলিতে,
তোমা ভ্রমে গিয়েছি তাহারে আলিঙ্গিতে,
সে অঙ্গ পরশ মাত্র পুলকে পূর্ণিত গাত্র
হয় নাই, হতো নব পরশে যেমন;
অমনি 'হা সীতে!' বোলে করেছি রোদন।

৮

এসব যাতনা শুনি আপনার দুখ
বর্ণিতে চাহিলে, করে আবরিয়া মুখ
কহিয়াছ "প্রাণেশ্বরি! কেন গত-দুখ স্মরি
সুখের সময় দুখে দহিবে পরাণ,
নিস্তেজ অনলে কেন ফুৎকার প্রদান?"

৯

তুমি দুখ পাবে বলি আপনার দুখ
বলি নাই, রেখেছিনু মুখে করি মূক;
এই খেদে মরি মরি! তুমি দুঃখ-সিন্ধু পরি
ভাসাইতে দুখ না ভাবিলে একটুক!
নিতান্ত পাষাণ দিয়ে বাঁধিলে হে বুক! ১০

মূক—বোবা। ফুৎকার—ফুঁ।

মোর তরে কাঁদিয়ে ফিরেছ বনে বনে,
সেই শোধ নিতে কি ভাবিয়ে মনেমনে,
চির-প্রেমাধীনীজনে, বিসর্জ্জন দিলে বনে,
একাকিনী কাঁদিয়ে ফিরিতে বনে বনে
হেন বাদ সাধিতে না চায় শত্রুগণে।

১১

আমার বিরহে তুমি কেঁদেছ যেমন,
তোমার বিরহে আমি কেঁদেছি কেমন—
তেমন্ কি, ততোধিক, (সীতা কহে না অন্যে)
সরমা, ত্রিজটা তার বোলেছে প্রমাণ,
আর তব অনুরক্ত-ভক্ত হনুমান্।

১২

যে সময় তোমা হোতে দুষ্ট দশানন
বিরহিত করি, ছলে করিল হরণ,
তখনি জীবনধন, দিত দাসী বিসর্জ্জন
রাখিল কেবল তব মিলন আশায়,
হায় রে এখন আর সে আশা কোথায়।

১৩

সহিতাম সব দুখ, জানিতাম্ যদি,
তব এই বিরহের শেষ কি অবধি,
দুর্গতি করিতে বনে, সতী কি হে শঙ্কা গণে?

দুরূহ-বিরহে তার আতঙ্ক বা কত,
বিরহের সীমা যদি থাকে অবগত!

১৪

চাতকী কি সহে না হে নীরদ-বিরহ?
সহে না কি সেই গ্রীষ্মে যাতনা দুঃসহ?
বরষা ভরসা করি, কায়-ক্লেশে কালহরি
থাকে না কি?—থাকিতাম আমি সেইমত
জানিতে পারিলে এ বিরহ-সীমা কত।

১৫

রাজার কুমারী অতি আদর-লালিতা
রবি-কর-পরশিতা নহে যেই সীতা,
সে সীতা কি তব সনে, ভ্রমে নাই বনে বনে
কুশাঙ্কুরময়ী-ভূমি করিয়ে দলন?
তাপস সহিতে ভ্রমে তাপসী যেমন।

১৬

উটজে কি তব সনে বঞ্চে নাই দাসী?
খায় নি কি বনফল মনে ভালবাসি?
পরে নাই কি বাকল? এখন তো সে সকল
সুলভ কাননে, তবু কেন করি খেদ?
ভয়-পাত্র মাত্র তব অনন্ত-বিচ্ছেদ! ১৭

উটজ—কুটির।

পতি বিনে সতীর ভবন বন হয়
বন হয় ভবন মিলনে, কি সংশয় ?
তব সনে ঘোর-বনে বঞ্চিয়ে ভেবেছি মনে,
অমর-ভবনে আছি বন, বন নয়,
তোমার বর্জ্জনে এবে বন ভয়-ময়।

১৮

ধর্ম্মপত্নী স্বামীর হে অর্দ্ধাঙ্গী গণন
শুনেছি পুরাণে, সব তপোধন কন,
অন্য সাক্ষী কিবা আর ? তুমিও হে বার২
কহিয়াছ. দেখ মনে করিয়ে স্মরণ ;
ভাঙিতে ভার্য্যার ভাগ্য ভুলিলে এখন ?

১৯

যদি হয়ে থাকে সীতা পাপিনী এমন
যাহার উচিত দণ্ড হয় নির্ব্বাসন,
দেখ করি সুবিচার, তুমি অর্দ্ধভাগী তার,
কেন না করিলে তবে আত্ম-বিবাসন ?
সীতাসহ দিলে কি বিচার বিসর্জ্জন ?

২০

· বিবাসন—নির্ব্বাসন, দেশ হইতে বহিষ্করণ।

বুঝিলাম—বুঝিলাম—বুঝিলাম সার!
রাঘব-রাজত্ব-হোতে গিয়েছে বিচার!!
অবিচারে দুখ দিলে, সুখের হে অংশী ছিলে,
দুখের বেলায় কেন ভাগী হবে আর?
দুখে দুখী দুখিনী-নারীর মেলা ভার!

২১

দুখের ভাগিনী তব হইবারে সীতা
অণুমাত্র হৃদয়েতে হয় নাই শঙ্কিতা;
পারে নাই ভোগ-সুখ, ভুলাইতে একটুক,
সুখভাগী হয়ে তুমি দুখের বেলায়,
অপরিচিতার মত ত্যজিলে সীতায়!!

২২

তব ব্যবহার নাথ, করিয়া স্মরণ
পতিভক্তি শূন্য যদি হয় নারীগণ,
হায় হায় হায়! তবে, কি কি না দুর্দ্দশা হবে,
দম্পতীর, প্রেমের, এ জগতের আর!
হোলো না কি এ চিন্তা তোমার একবার?

২৩

অয়ি অয়ি পতিব্রতা রমণীমণ্ডলি!
শুন অভাগীর কথা, সবিনয়ে বলি,

বৈদেহীর স্বামী মত, তোমাদের স্বামী যত
দহে যদি জ্বেলে সদা যাতনা-অনল,
জানকীর দশা স্মরি সহিও সকল!

২৪

কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া।

স্মরণ শকতি! তোরে পরিহার মানি, মোরে
যা রে, যা রে, ছেড়ে যা রে, তোরে নাহি চাই রে!
চাহিতাম যাঁর লাগি, ভাগ্য দোষে এ অভাগা
ত্যজ্যা হইয়াছে তাঁর,—সে সুদিন নাই রে!
প্রাণেশের নব নব সাদর-বচন
স্মরণার্থ মাত্র ছিল তোর প্রয়োজন।

১

নাথ ত্যজিলেন মোরে, ফেলালেন দুখ ঘোরে
তুই কেন অভাগীরে ছাড়িতে না চাস্ রে?
আগে সদা দিলি সুখ, এখন বাড়াস্ দুখ
গত-সুখ তুলে কেন দ্বিগুণ জ্বালাস্ রে?
জানিস্ তো আগে ছিনু পতি-সোহাগিনী;
এবে অভাগিনী নহে সে সুখভাগিনী।

২

নাথসনে ছিনু যবে, তুই রে আমার তবে
প্রাণেশ-সোহাগ-বাক্য কথায় কথায় রে,
মানসে উদয় করি, আনন্দের সিন্ধু পরি
ভাসাইয়ে দিয়েছিস্, শুষ্ক শোলা প্রায় রে!
অসময়—এ সময় সে সব কথায়;
দুঃখার্ণবে আর কেন ডুবাস্ সীতায়?

৩

নাথের রহস্য যত, স্মরিতাম, মনে তত
উদিত হইত সুখ, মিলন-সময় রে;
এবে যত মনে ওঠে, তত হৃদে শেল ফোটে
ধৈর্য্যের বন্ধন টোটে, প্রাণ দগ্ধ হয় রে!
একেই ত জ্বলে চিতে চিতার দহন,
তুই কেন আর তার যোগাস্ ইন্ধন!

৪

নাথের বচন যত, আছে বেদবাক্য মত
ভাবিয়াছি, আর তাহা ভাবিতে না চাই রে;
এবে এই জ্ঞান হয়, সে রহস্য সমুদয়
স্বপ্নে শুনিয়াছি, কিবা কভু শুনি নাই রে!
আগে যার কথা হোলে হোতো মহাসুখ,
আশ্চর্য্য!—কথায় তার এবে ফাটে বুক! ৫

তবে—তখন। ইন্ধন কাষ্ঠ।

'যত কিছু অবনীর, সকলি কি রমণীর
পতি-পক্ষপাতী? হায় বুঝিতে না পারি রে!
পতি উপেক্ষিল যারে, সকলে উপেক্ষে তারে,
অবনীতে এতই কি অভাগিনী নারী রে!
নারীজাতি যদি এত দুখের ভাজন,
হে বিধি, কোরো না তবে নারীর সৃজন!

৬

তা হোলে হবে না আর ধরণীরে দুখভার
নারী লাগি বারবার করিতে বহন হে—
না, না, তোমা এসকল বলিলে কি হবে ফল?
আপনার ক্ষতি বল করে কোন্ জন হে?
নারীজাতি যদি আর না কর সৃজন,
দুখে দুখে কারে তবে করিবে দাহন?

৭

দুখ ভোগিবার পাত্র, আছে নারীগণ মাত্র
অবনী-মাঝারে তব বুঝেছি নিশ্চয় হে;
জনম অবধি সীতা, নহে কেন দুখান্বিতা,
পতি-প্রেমামৃত তার কেন বিষ হয় হে?—
না, না, বিধি তোমায় এ গঞ্জনা না সাজে,
কর্ম্ম দোষে সবে দুখ ভোগে ভবমাঝে! ৮

অভাগীর যা হবার হইয়াছে, তাহে আর
বারবার তিরস্কার না করি তোমায় হে ;—
পতিপ্রাণা-নারী যত তাদিগে আমার মত
কোরো না কখন, তোমা বলি ধোরে পায় হে !
গেল, যাক্, দুখে২ জনম সীতার !
সীতাসম দুখিনী না জন্মে যেন আর।

৯

প্রাণেশের উপেক্ষায় কেন প্রাণ নাহি যায়,
যা রে প্রাণ ! যা রে, যা রে, কেন আর রয়েছিস্ ?
কাঠিন্যের পরিচয় পাইয়াছে লোকচয়,
লোহা—শিলা—বজ্রে তুই পরাজয় কোরেছিস্,
কঠিন—কঠিনতম—সুকঠিন অতি ;
তাই তোর সীতা-দেহে আজিও বসতি ! ১০

স্মৃতির উপলক্ষে।

মানিতেছি শত পরিহার।
কেন তবু মোরে বারবার
ওগো২ ওগো স্মৃতি ! জ্বালাতেছ, একি রীতি ?
কেন আর ক্ষত-স্থলে ঢালিতেছ ক্ষার ?
এ সময় পূর্ব্বসুখ-স্মৃতি কেন আর !!

১

ভোল বাল্য-সুখ আপনার !
ভোল সুখাস্বাদ অযোধ্যার !
রঘুকুল-বধূ সীতা হও—হও তা বিস্মৃতা,
রাঘবের ধর্ম্মপত্নী এ কথাটী আর
ভুল না, ভুল না, ভোল—বিনতি আমার।

২

হায় অবোধিনী আমি অতি !
স্মৃতি-শকতির কি শকতি
ভুলিতে নাথের কথা ? এমন অকৃতজ্ঞতা
করিতে কি পারে ? যেই এ মর্ত্ত্যভবনে
পিয়াইল সুধা, তারে ভুলিবে কেমনে ?

৩

দুখেঽ গেল জন্ম প্রায়,
স্মৃতি তা স্মরিতে নাহি চায়,
নাথ-প্রেমে একটুক ভোগ যে করেছে সুখ
মূলমন্ত্র মত তাই সতত ধিয়ায় !
এত কি আস্বাদ প্রিয়-প্রণয়-সুধায় ?

৪

হায় হায় আমি অভাগিনী,
হলেম পথের কাঙ্গালিনী,
কোথা আমি কোথা প্রিয়—কোথা সে বচনামির।

হায়!—আর যাহা এই অভাগী কখন,
পারিবে না প্রাণান্তে করিতে আস্বাদন!!

৫

অনুকূলা-দৈববাণী যথা
তথা আর এক এক কথা,
জাগিছে হৃদয়ে মোর!—এত যে যাতনা ঘোর
তবু তা ভুলিতে নারি—নারে পাপ মন!
কে যেন বলতে দেয় করায়ে স্মরণ!

৬

অভাগিনী হইলে গর্ব্বিণী,
কৌতূহলী সকল সঙ্গিনী,
মুকুলিতা-চ্যুতলতা পিকবর হেরে যথা
সঘনে, উৎসুক হয়ে প্রাণেশ তেমন
করিতেন প্রীতি-চক্ষে আমায় ঈক্ষণ।

৭

নাথের সোহাগে আমি গলে,
একদা সুধাংশু বাক্যছলে,
"সুত-জন্মোৎসব মম, করিবে হে প্রিয়তম!
কি রূপ?" অমনি নাথ কহেন তখন
'সেরূপ—যেরূপ কেহ করে নি কখন।'

৮

ভাবিলাম শুনিয়ে অন্তরে,
হবে ঘটা মহা আড়ম্বরে,
এবে দেখি একে আর! সে সময় সে কথার
বুঝি নাই মর্ম্ম পতি-প্রীতি-গর্ব্ব-ভরে,
কে জানে যে এত ছিল নাথের অন্তরে!!

৯

রাজাধিরাজের যেই রাণী;
অযোধ্যা যাহার রাজধানী;
জন্মিলে তনয় যার আনন্দের পারাবার
উথলিয়ে সকলে করিত নিমগন;
গাইত মঙ্গল-গীত বন্দী অগণন;

১০

উৎসব করিত প্রজা যত;
বাজিত মঙ্গল-বাদ্য কত;
রাজকীয়-ধাত্রীগণ ধেনু, ধাম, ধান্য, ধন,
আশাধিক পেতো আর দীন-দুখিগণ;
অদীন হইত পেয়ে বিবিধ রতন।

১১

খেদে, ক্ষোভে নাহি সরে বাণী,
প্রসবিলে এবে সেই রাণী;

সূতিকা আগার তার, তরু তল বিনা আর
মেলা ভার!—নবনীত-নিন্দিত শয়ন,
বিনিময়ে ভূমিতলে হইবে শয়ন!

১২

পত্র-পাত-শব্দে তরুদল
গেলে গেতে পারে সুমঙ্গল!
ভেবে মোরে দয়াপাত্রী; কুরঙ্গী হইলে ধাত্রী,
হোতে পারে!—দান আর চাবে কোন্ জন,
পরের দানেতে এবে সীতার জীবন!

১৩

কোন্ রাজরাণীর নন্দন
এইরূপ লভেছে জনন?
হায় রে কাহারে কব! মম সুতজন্মোৎসব
হইবে যেরূপ—হেন হয়েছে কি কার?
সত্য কহিলেন নাথ সত্যের আধার! ১৪

গর্ভস্থ সন্তানের প্রতি।

ওরে ওরে ও সন্তান! কেন মম গর্ভে স্থান
লয়েছিলি?—মরি মরি হায়২ হায় রে!

শয়ন—শয্যা।

এ বিপুল-অবনীতে তুই কি রে জন্ম নিতে
পাস্ নাই স্থার আন, খুঁজিয়ে কোথায় রে ?
ভেবেছিলি সীতারে রাঘবরাজ-রাণী
জনম-দুখিনী-দোষ বুঝি নাহি জানি।

১

রবি কুলে জন্ম লবি, নিয়ত আদরে রবি,
রাঘবাঙ্ক-শোভা হবি এই দুরাশায় রে
দুখিনী-জঠরে এলি, ভাল তার ফল পেলি,
থাকুক সে সুখ—এবে প্রাণে বাঁচা দায় রে।
কেবল সংশয় তোর জীবনে তো নয়,
আমারো করিলি তুই জীবন সংশয়।

২

ওরে ও অবোধ-জীব ! তোরে আর কি কহিব ?
রাজমহিষীর গর্ভ করিলে আশ্রয় রে ;
কপালে রহিলে দুখ, হয় কি তাহাতে সুখ ?
নয়—নয়— তাহা কখনই নয় রে।
যদি হোতো, তবে কি রে ঘটে বিপরীত,
স-জননী কেন তুই হবি নির্ব্বাসিত ?

রাঘব-পাদপাশ্রিতা প্রেমরস প্রবর্দ্ধিতা
সীতা-লতিকায় হায় হায় কি কুক্ষণে রে,
হইলি মুকুল তুই! বাকী মাত্র দিন দুই,
কুসুমিতা হোতে, তায় দৈব-বিড়ম্বনে রে,
বহিল নিঃশব্দে ঘোর-ঝড়-প্রতিকূল,
কোথা সেই তরু, কোথা লতা-সমুকুল!

৪

শুনিয়াছি লোকে কয়, হোলে গর্ব্ভ উপচয়,
নারীকুল হয় আরো পতি-সোহাগিনী রে.
সীতা কপালের দোষে পড়িল পতির রোষে
গর্ব্ভবতী হোয়ে সেই হেন অভাগিনী রে!
রাজবধূ, রাজসুতা আর রাজনারী
সীতা, না. সে ওষধি বুঝিতে নাহি পারি!

৫

কদলী গর্ব্ভিণী হয়, হোলে তায় ফলোদয়,
তার পর হয় সেই জীবনে নিধন রে,
অশ্বতরী গর্ব্ভ ধরে প্রসবিয়ে পরে মরে,

পাদপ—তরু। উপচয়—বৃদ্ধি। ওষধি—ফলপাকান্ত বৃক্ষ অর্থাৎ যে সকল গাছে ফল হইলে মরিয়া যায়, যথা ধান্যাদির।

অবধিরো এই দশা, জানে সর্ব্বজন রে !
হা রাঘব-রাণী গর্ভ ধরিল এমন,
প্রসবের পূর্ব্বে হোলো পঞ্চত্ব-কারণ !

৬

ওরে জঠরস্থ ভ্রূণ ! তুই মোর নিদারুণ
যাতনার হেতু হোলি, সুধু এই নয় রে !
পঞ্চমাস গর্ভে রয়ে জরায়ু-যাতনা সয়ে ;
তোর তো হোলো না হায় কোন ফলোদয় রে !
পতি উপেক্ষায় সীতা রাখিবে না প্রাণ,
যদি রাখে, তাতে তোর এত কি কল্যাণ ?

৭

সুবর্ণ-সূতিকাগার; পাবি কি—পাবি কি আর,
পাবি কি কৌশল্যা আদি পিতামহীগণে রে !
শোনা মাত্র হাসি২ উর্ম্মিলা মাণ্ডবী যাসী,
কোলে তুলে লইবে কি কোমল-বসনে রে !
কোশলেশ-রাঘবের হৃদয়কমল
পাবি কি রে আর তুই বিহারের স্থল ?

৮

মণিময় অলঙ্কার পাবি কি রে উপহার;
পাবি কি সে প্রাণেশের সস্নেহ চুম্বন রে !

কাঁদিলে অস্পষ্ট বোলে, তুলিয়ে লইয়ে কোলে,
নাথ-কোলে দিতে সীতা পাবে কি কখন রে!
এ সকল সুখ তুই যদি না লভিলি,
গর্ভ্ভ ক্লেশ ভুগে তবে কি ফল পাইলি?

৯

গুণে তুই রত্ন হোলে, মোরে রত্নগর্ভ্ভা বোলে
কে বলিবে!—যদি হয় ঘটনা এমন রে,
তাহে কিবা ফলোদয়, খনিতে যে মণি রয়
কখন উজ্জ্বল তাহে হয় কি ভবন রে?
যে খনির মণি লোকে না প্রকাশে ভাতি!
বৃথা সেই খনি!—মণি, শূন্য গৃহবাতি।

১০

দশমাস দশদিন, কষ্ট সয়ে ভাগ্যাধীন,
পুত্র প্রসবিয়ে, হায় যদি সে সূতিনী রে।
বসি প্রিয়পতি-পাশে, প্রীতি-রসে নাহি ভাসে
কি সুখ তা হোলে—সুতে দুখহেতু মানি রে!
তাহা হোতে সুখী এই বিহঙ্গিনীগণে,
শাবক সহিত সুখে বঞ্চে স্বামি-সনে।

১১

ভাতি—কিরণ। সূতিনী—পুত্রবতী।

সজলনয়নে।

অই অই সারী, অই না হরিণী
শাবক সহিত লইয়ে সাথে,
সুখে বিহরিছে দিবস যামিনী
বিধি! তুমি বাদী নও হে তাতে;
১

স্নেহে লেহে মৃগী শাবক-শরীর;
মৃগ প্রেম ভরে বিষাণ দিয়ে
কণ্ডূয়ন করি দিতেছে মৃগীর;
প্রেমাবেশে ঢোলে হরিণ-প্রিয়ে;
২

সীতা শিশু কোলে লয়ে মনোসাধে,
বসি প্রিয় প্রাণনাথের পাশে,
যদি সাংসারিক-সুখ-সুধাস্বাদে,
বিধি! তায় তব কি যায় আসে?
৩

হায় রে! এসুখ ভাগ্যে না ঘটিতে
অঘটন বিধি ঘটালি হেন;
এসুখ আস্বাদ জীবন থাকিতে,
জানকী লইতে না পারে যেন। ৪

বিষাণ—শৃঙ্গ। কণ্ডূয়ন করি—গা চুল্‌কাইয়া।

কোথা স্নেহবতী শ্বাশুড়ী সকল!
এ বিপদ্‌কালে কোথায় রোলে
তোমাদের যত্ন হইল বিফল,
চিরসাধে সবে বঞ্চিতা হোলে।

৫

যে বধূরে সবে স্নেহ-রসে গোলে,
বধূ সম্বোধন না করি ভুলে,
ডাকিতে সকলে প্রিয়-পুত্রী বোলে,
কাঁদে সে কাননে তরুর মূলে!

৬

গর্ব্ভের লক্ষণ হেরে যে বধূর,
সাধ দিতে সবে আমোদে ভেসে,
উৎসবায়োজন করিলে প্রচুর,
তার দশা আজ দেখো গো এসে।

৭

হেন সাধ তারে দিল রঘুবর,
মিটে গেল সাধে জন্মের সাধ,
গর্ভিণী কামিনী কেহ এর পর
চাবে না, চাবে না, চাবে না, সাধ।

৮

কোথা শ্রুতকীর্ত্তি, কোথায় উর্ম্মিলে !
কোথায় মাণ্ডবি ভগিনীগণ !
এ বিপদ কালে, কোথায় রহিলে
জানকীর যত স্নেহের ধন ?

৯

কোথায় রহিলে লক্ষ্মণ দেবর !
এই কি তোমার উচিত কাজ ?
ছলে আনি মোরে কানন ভিতর,
নীরবে হানিলে মাথায় বাজ !

১০

তুমি না হে এই সীতার উদ্ধারে,
শক্তিশেলে দিলে হৃদয়ে স্থান,
সেই তুমি, তবে কেমনে সীতারে
হানিলে নীরবে দারুণবাণ ?

১১

মাতৃভাব তব মোরে চিরদিন,
আমি দেখি তোমা সন্তান সম,
এখন আমারে কেন ভাব ভিন ;
হইল হে বল কি দোষ মম ? ১২

জান তো, জান তো রামপ্রাণা সীতা,
জান তো তাঁহার বর্জ্জন-বাণে,
অভাগিনী কভু রবে না জীবিতা,
মরিবে, মরিবে, মরিবে প্রাণে ;

১৩

জেনে, শুনে মম বর্জ্জন-কারণ,
কোশলে আমায় না বোলে কিছু,
সাধ-ছলে আনি এই ঘোরবন,
বর্জ্জন-বারতা বলিলে পিছু।

১৪

মাতৃ হত্যা ভয় ভাবিলে না মনে,
কি স গর্ভ-নারী-বধের ভয় ;
হেন নিষ্ঠুরতা শিখিলে কেমনে,
সাধুতা কি তব পাইল লয় ?

১৫

জান না কি তুমি পিতার কথায়
মাতৃ মাথা কেটে পরশুরাম,
ঠেকিলেন ঘোর-পাতকের দায়,
কে না জানে ইহা জগতীধাম ?

১৬

পিতৃ ভাব তব জ্যেষ্ঠভ্রাতৃবরে
যদি হে তবুও আশঙ্কা মম ;
আমার বর্জ্জন-পাপ পাছে করে
তোমার দুর্দ্দশা ভার্গব সম !

১৭

করুন, করুন, তব জ্যেষ্ঠ মোরে
বর্জ্জন, তাহাতে পাবে নে দুখ ;
তুমি যে আমায় এ কানন-ঘোরে,
ফেলে গেলে নাহি চাহিলে মুখ ;

১৮

এতেও আমার তত দুখ নয়,
দুখ এই বড় মনেতে রোলো !
কহিনু না সাধে কথা গোটা-কয়
মনোকথা মনে বিলীন হোলো !

১৯

শত অপবাদ করুক লোকেতে
সীতা দুখ মনে ভাবে না তায় ;

ভার্গব—পরশুরাম, ইনি পিতার আজ্ঞায় মাতার মস্তক ছেদন করিয়াও মাতৃহত্যা-পাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন।

কিছু অগোচর ধর্ম্মের চোকেতে
থাকে না, সে সব দেখিতে পায়।

২০

রঘুকুলনাথ সীতার জীবন
কি না, তাহা জানে অন্তরযামী;
জানে এটী বেশ প্রাণেশের মন,
না জানিতে পারে কোশলস্বামী। ২১

কিঞ্চিৎ নিস্তব্ধ থাকিয়া।

নাথ বর্জ্জিলেন বহুক্ষণ,
আর কেন রাখি এ জীবন?
আর কেন অশ্রুজল ফেলে এই বনস্থল
ভিজাই? কি ফল কোরে অরণ্যে রোদন?
কে শোনে কাননে মম বিলাপ-বচন?

১

সগর্ভ জীবন পরিহার
অনুচিত বটে অঙ্গনার;
মম সম দশা যার, শ্রেয়ঃ তার শতবার
কিবা প্রয়োজন আর জীবনে সীতার?
কোন্ আশে সে আর বহিবে দেহ-ভার? ২

নিরন্তর দহন-দাহন,
সহিবার কিবা প্রয়োজন,
একবারে ভস্ম হই, আর কেন বৃথা সই
প্রাণেশ-বিরহানল ? আর তো কখন
হ'বে না, হবেনা নাথ সহিতে মিলন !

৩

সতীকে উপেক্ষে যবে পতি,
তখন কি নাহি পারে সতী,
ভাবি আত্ম-অপমান উপেক্ষিতে নিজপ্রাণ
পতি হোতে তার কি মমতা অতি প্রাণে ?
পতিধনে সতীগণে প্রাণাধিক জানে।

৪

প্রাণ মন সমর্পিত যায়,
সে যদি তা রাখিতে না চায়,
দান করিয়াছে যেই, যতনে রাখিবে সেই
কেন তাহা ? তাতে আর কি সম্বন্ধ তার ?
সীতার জীবন কিছু নহে তো সীতার।

৫

জানি মোরে পতিপ্রাণা-সতী,
যদি সেই রাম-রঘুপতি
নির্দ্দোষে বর্জ্জন বাণ হানিলেন ; তবে প্রাণ

কেন—কোন্ সুখে সীতা করিবে ধারণ?
রামপ্রিয়া প্রাণপ্রিয়া নহে তো এমন।

৬

আত্মদোষ করিয়ে চিন্তন
কণামাত্র না দেখি যখন;
তখন মরণে আর শঙ্কা আছে কি সীতার?
মরণ স্মরণে ভীত হয় পাপিজন,
নিষ্পাপির মৃত্যু নহে শঙ্কার কারণ।

৭

এখনি ত্যজিয়ে এ জীবন
যোগ্যধামে করিয়ে গমন,
প্রোষিত-পতিকা মত, প্রাণেশের আসা পথ
প্রতিক্ষণ থাকিব করিতে প্রতীক্ষণ,
বেঁচে থাকা হোতে তাহা সুখের কারণ।

৮

যদি আমি পতিপ্রাণা হই;
যদি নাহি জানি পতি বই;
কি শয়নে, কি স্বপনে, পতি-পদ বিনে মনে,
যদি আমি কখন না ভেবে থাকি আন;
অবশ্য প্রাণান্তে পাব পতি পদে স্থান। ৯

প্রাণপ্রিয়—প্রাণই প্রিয় যার (স্ত্রী প্রাণপ্রিয়া।)
প্রোষিত-পতিকা—যে নারীর স্বামী প্রবাসী।

হোন্ নাথ নিষ্ঠুর নিদয়,
হোন্ নাথ বজ্জর-হৃদয় ;
পরলোকে তবু সীতা হবে—হবে সম্মিলিতা
তাঁর সনে ; অবশ্য তখন প্রাণেশ্বর
সতী জেনে করিবেন সীতারে আদর।

১০

জানপদ কি বিধি তখন
নারিবে করিতে বিড়ম্বন ;
সে সময় যাঁরি যেই হবে—হবে তার সেই
পার্থিব কিছুতে সেই স্থির-প্রেমে আর
পারিবে না ঘটাইতে বিচ্ছেদ-বিকার। ১১

বনচরদিগের প্রতি।

ওহে ওহে বনচরগণ !
দুখিনীর শোন নিবেদন,
অগ্নি-পরীক্ষিতা সীতা, বিনা দোষে উপেক্ষিতা
প্রাণেশের, তাই সেই তোমাদের কাছে,
কাঙ্গালিনী মত ভিক্ষে সকাতরে যাচে।

১

(বজ্জর—বজ্র। পার্থিব—পৃথিবী সম্বন্ধীয়।

নাথ বাঁধি পাষাণেতে মন,
দয়া মায়া দিয়ে বিসর্জ্জন,
গর্ব্ভবতী এ কান্তারে, বর্জ্জিলেন একান্তারে,
হোও না তোমরা সবে নিদয় তেমন,
দেহ ভিক্ষে, করিয়ে করুণা বিতরণ।

২

যাহা আমি চাই—শোন কই,
অন্য কিছু অভিলাষী নই,
তোমরা—হে বনচর! অনেকের প্রাণ হর,
আমারো জীবন হর, এই ভিক্ষে চাই,
অভাগিনী জানকীর আর ভিক্ষে নাই।

৩

মহাপাপ রমণীনিধনে,
এই ভয় করিও না মনে,
নরশ্রেষ্ঠ রঘুবরে, নারী-বধে নাহি ডরে,
পশুজাতি তোমরা, বসতি কর বনে,
নারী-বধে আশঙ্কা করিবে কি কারণে?

৪

যদি মোরে হেরি গর্ব্ভবতী
প্রাণ-বধে ভাব পাপ অতি,

তবে কহ কোন্ গাছে,　পক্ক-বিষফল আছে,
সেই ফল খেয়ে আমি ত্যজিব জীবন,
নাথ-উপেক্ষিত-প্রাণে নাই প্রয়োজন !

৫

দুখিনীরে সদয় হইয়ে
নহে সবে দেও দেখাইয়ে,
এই বনে কোন্ স্থলে,　দাব-হুতাশন জ্বলে,
সেই হুতাশনে দিয়ে আহুতি পরাণ,
নাথের বিরহানল করিব নির্ব্বাণ।

৬

ডরাইব দহিতে দহনে,
কেহ হেন ভাবিও না মনে,
নাথ-প্রীতে অগ্নিমুখে,　আহুতি হয়েছি সুখে,
স্বচক্ষে দেখেছে তাহা কত শত জনে,
আজি কি আগুনে সীতা প্রাণ দিতে গণে ? ৭

———

প্রাণ পরিহারে কৃত নিশ্চয় হইয়া।

ওরে বনচর ! সর্ সর্ সবে
রুধো না, রুধো না, রুধো না পথ ;
রবে না জানকী পাপভরা-ভবে
চলিল, চলিল জন্মের মত। ১

রঘুকুলদেবী ভাগীরথী কোলে
রঘুকুল-বধূ জানকী আজ,
শরণ লোতেছে দুখে তাপে জ্বোলে
কাঁদিবে না আর কানন-মাঝ।

২

ধেয়ে যেতে কেন বনলতাবলী
ধরিতেছ মম চরণ বেড়ে ?
কেন দাও বাধা—সবিনয়ে বলি
দেও, দেও, দেও, দেও না ছেড়ে !

৩

পতি সুখী হবে ভাবি এই মনে
চেতো সীতা আগে অনন্ত প্রাণ ;
মরণে তিলেক বিলম্ব এখনে
অনন্ত নিরয় করে সে জ্ঞান।

৪

করি সন্ সন্ সন্ কেন বন-বায়ু !
প্রতিকূলে গতি কর হে রোধ ?
অভাগীর গেছে ফুরাইয়ে আয়ু ;
এটা কি তোমার নাই হে বোধ ?

৫

অনুকূল হও, ধর হে মিনতি ;
ঠেলে ফেলো ত্বরা জাহ্নবীধারে,
স্থান দেন যেন মোরে ভাগীরথী
এই অনুরোধ কর হে তাঁরে।

৬

পতি-প্রীতে যেই হুতাশন-মুখে
দিয়েছিল প্রাণ আহুতি দান,
ভাগীরথী নীরে আজো মনোসুখে,
পতি প্রীতে সেই ত্যজিবে প্রাণ।

৭

তুমি হে আমার সখা সমীরণ,
কর এ সময় সখার কাজ ;
রাখ সখা মম মিনতি বচন,
এই ভিক্ষে মোরে দেও হে আজ।

৮

সদাগতি ! গতি কর, কর তথা
প্রিয়পতি মম যথায় আছে ;
অভাগী-সীতার গোটা কত কথা
বিনয়ে জানাও তাঁহার কাছে।

৯

কহিও "রাঘব! তব প্রেমাধীনী
তুমি যারে সদা সাদর ভাবে
ডাকিতে বলিয়ে 'প্রাণ-স্বরূপিণী,
সাদরে স্থাপিয়ে হৃদয়-বাগে;

১০

তোমার বিরহ-ভয়ে যে কখন
ধরে নাই হৃদে মুকুতা-হার;
তোমাতে অর্পিত যার প্রাণ মন;
একমাত্র তুমি আরাধ্য যার;

১১

তব প্রীতে যেই পাতি পৃষ্ঠদেশ
সহিয়াছে রক্ষ-চেড়ীর বাড়ী;
অণুমাত্র মনে গণে নাই ক্লেশ,
ভুলেছে সকল নিশ্বাস ছাড়ি;

১২

সতীত্বের সাক্ষ্য দহি হুতাশনে,
দিলে যে অভাগী সভার মাঝে;
যার সতীত্বের সাক্ষ্য দেবগণে,
দিয়েছেন আসি নর-সমাজে;

১৩

অধিক কি, যারে বিনা অপরাধে
দোহদের ছলে পাঠিয়ে বনে,
সাধিয়াছ বাদ সব সুখসাধে
একবার তাঁরে কর হে মনে।

১৪

তব উপেক্ষায় জনমদুখিনী
সেই সীতা পেয়ে দারুণ তাপ ;
ত্যজি অবিচার-ভরা এ মেদিনী
ভাগীরথী-নীরে দিয়েছে ঝাঁপ।

১৫

সে অনুতাপিনী মরণসময়,
কিছুই কামনা করে নি আর,
'জন্ম জন্ম যেন রাম স্বামী হয়'
চরমেও এই কামনা তার।

১৬

মহিষী তোমার হইতে সে আর
করে না, করে না, করে না সাধ ;
মিটেছে, মিটেছে, মিটেছে তাহার
জনমের মত সে সুখসাধ। ১৭

দোহদ—সাধ।

এই আশা করে—জন্মজন্মান্তরে
বিধাতার কাছে কেঁদে সে এবে ;
যেন দাসীভাবে পূর্ণভক্তিভরে
তব পদযুগ সতত সেবে।”

১৮

সীতার কথায় সহসা প্রত্যয়
যদি না জনমে দাঁড়াও তবে,
স্বচক্ষে নিরখি যাও সমুদয়,
যা দেখিবে, তাই তাঁহারে কবে।

১৯

অভাগিনী মেয়ে দুখে তাপে জ্বোলে
জুড়াতে না পেয়ে কোথাও স্থান,
বোসে স্নেহবতী জননীর কোলে,
জুড়ায় যেমন তাপিত-প্রাণ,

২০

আমি সেই মত দুখে তাপে জ্বোলে
ভাগীরথী জলে দিতেছি ঝাঁপ ;
রঘুকুলদেবী রাখিবেন কোলে,
যদি মোর কিছু না থাকে পাপ। ২১

রঘুকুলদেবী—গঙ্গা, রঘুবংশীয় মহাতপা ভগীরথ গঙ্গাকে পৃথিবীতে আনয়ন করেন।

উপসংহার।

বলিতে২ রাম-বিনোদিনী
উন্মাদিনী মত অমনি ধেয়ে,
হইলেন গঙ্গা-সলিল-শায়িনী
জননীর কোলে ঘুমালো মেয়ে !

১

রাঘবের প্রেম-সুখ-নিধি-ভরা
সুবর্ণ তরণী ডুবিল জলে ;
নিরখিয়ে শোকে ফেটে যায় ধরা
বিষম-বিষাদে পাষাণ গলে !

২

আর কি এ তরী ভাসিয়ে উঠিবে
আর কি এ তরী লাগিবে কূলে !
হেন শুভদিন আর কি হইবে ?
বিধি কি সদয় হইবে ভুলে ?

৩

রামের প্রেমের প্রতিমাখানিরে
গোড়ে ছিলি কি রে দারুণ বিধি,
ডুবাইতে শেষে জাহ্নবীর নীরে,
গেল না কি তোর ফাটিয়ে হৃদি !

৪

কোথা রাঘবেন্দ্র প্রেমিক উদার !
একবার হেথা দেখ হে এসে ;
হৃদয়-সরসী-সরোজী তোমার
ভাগীরথী-নীরে যেতেছে ভেসে !

৫

এই বেলা এসো, না আসিলে আর
ইহলোকে দেখা পাবে না তারে,
ডুবিল, ডুবিল, ডুবিল তোমার
হেন-কমলিনী সলিল-ধারে !

৬

রক্ষকুল-সিন্ধু করিয়ে মথন
যে সুধা-কলসী লভিলে হায় !
সাধের সে সুধা-কলসী এখন
দেখ জাহ্নবীতে ডুবিল প্রায় !

তোমার হৃদয়-উদ্যান-শোভিনী
মুকুলিতা এই কনক-লতা,
ভাসাইয়ে লোয়ে যায় তরঙ্গিণী
জন্মে না কি তব মরমে ব্যথা ?

৮

হায় হায় হায় হায় কি হইল !
বলিতে নয়ন ভাসিছে জলে,
রঘুকুল-লক্ষ্মী প্রবেশ করিল
কার অভিশাপে অতল-তলে !!

৯

" নির্ব্বাসিতা-সীতা " বিলাপ-সঙ্গীত
গাইতে ' হরিশ ' পারে না আর !
কল্পনার বীণা হইল স্থগিত
সীতা-শোকে তার ছিঁড়িল তার।

১০

সম্পূর্ণ।